দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কৃৎকৌশলগত পশ্চাদপদতা, আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যার ফলে অনুন্নত দেশে বাজার নির্ভর জনপরিচালন ব্যবস্থায় প্রশাসন কাঙ্খিত ফল দিতে পারে না। তথাপি একথা অস্বীকার করা যায় না যে বিবর্তিত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় অনুন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীল অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হতে পারে।

নয়া জনপরিষেবার দৃষ্টিভঙ্গী (New Public Service Approach) :

বিশ্বায়ন-উত্তর যুগে নয়া জনপরিষেবার দৃষ্টিভঙ্গী সাবেকী জনপ্রশাসন এবং নয়া জনপরিচালনের দৃষ্টিভঙ্গীতে অভিনবত্ব এনেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে যেমন জনপ্রশাসনের অন্যতম তাত্ত্বিক ডুইট ওয়ালডো (Dwight Waldo)-র ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনই রাজনৈতিক তত্ত্বের নিরিখে শেলডন্ ওলিনের (Sheldon Wolin) কাজকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষকরা জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন সেগুলি হল : (ক) গণতান্ত্রিক নাগরিকদের তত্ত্ব; (খ) পুরসমাজ ও সমষ্টিগত ধারণা এবং (গ) সংগঠনভিত্তিক মানবতা ও চর্চাবিষয়ক তত্ত্ব।

(ক) গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের তত্ত্ব : গণতন্ত্র এবং নাগরিকতা সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে যে ভিত্তির ওপর সেটি হল যে রাষ্ট্র নাগরিকদের নিজস্ব পছন্দ ও ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার পরিসরকে সুনিশ্চিত করবে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই ধারণা নয়া জনপরিচালনের বাজারভিত্তিক ব্যক্তি পছন্দকে গুরুত্ব দেয় কিন্তু স্যান্ডেল মনে করেন গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বে ব্যক্তি শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এই ধারণা অনুসারে নাগরিক নিজস্ব স্বার্থের পরিধির বাইরে বৃহত্তর জনস্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দেয় এবং সামগ্রিক কল্যাণের লক্ষ্যে নিজেকে সমষ্টির সঙ্গে যুক্ত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তারা মনে করেন যে নাগরিক নিজেদের ভোটার, গ্রহীতা এবং ক্রেতার সত্ত্বাকে ছাপিয়ে কর্তৃত্বের অংশীদার হতে চায় এবং নিয়ন্ত্রন হ্রাসে উদ্যোগী হয়। সহযোগীতা ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(খ) পুরসমাজ ও সমষ্টির ধারণা : সাম্প্রতিক কালে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, তাত্ত্বিক ও গবেষক, রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা সমষ্টির ধারণার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করছেন। জনপ্রশাসনে সরকারের বিশেষ করে স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে পরিষেবার সঙ্গে সমষ্টিকে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস শুরু হয়েছে। এই প্রচেষ্টায় বিভিন্ন গোষ্ঠী রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিরিখে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ বিষয়ে আলোচনা চালাতে পারে। এই আলোচনার প্রক্রিয়াতে বিভিন্ন গোষ্ঠী পুরসমাজ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। পারস্পরিক আলোচনা ও যোগসূত্রের মাধ্যমে বিভিন্নগোষ্ঠী গণতন্ত্র ও সমষ্টিগত সঙ্ঘবদ্ধতার আবশ্যিকতা অনুধাবন করে। সরকারও নাগরিকদের সঙ্গে সমষ্টির যোগসূত্রকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

(গ) সংগঠনভিত্তিক মানবতা এবং চর্চাতত্ত্ব : সাবেকী জনপ্রশাসনে আমলাতান্ত্রিকতা ও স্তরবিন্যস্ত প্রশাসনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে জনপ্রশাসনের নয়া পরিচালনগত ধারায় বাজারভিত্তিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বার্থকে পরিচালন ব্যবস্থায় প্রাধান্য দেওয়া হয়। সাম্প্রতিককালে জনপ্রশাসনে উত্তর আধুনিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসনিক বিশ্লেষণে সরকারী প্রশাসকের নতুন ভূমিকা নির্ধারনের মাধ্যমে তাত্ত্বিকেরা জন প্রশাসনকে বৈধতা দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। এই

ধারার তাত্ত্বিকেরা সরকারী ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় সকল রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী, নাগরিকদের ঐকান্তিক, অবাধ ও স্বচ্ছ চর্চার পক্ষপাতী। নয়া জনপরিষেবার এই আলোচনায় তত্ত্ব ও প্রয়োগের মেলবন্ধনের অভিনব প্রযোগ লক্ষ্য করা যায়।

নয়া জনপরিষেবার দৃষ্টিভঙ্গীতে যে সকল বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(ক) সরকারী কর্মীরা নিয়ন্ত্রন বা নির্দেশজারির পরিবর্তে নাগরিকদের অংশীদারি মনোভাবকে সংহত করে সম্মিলিত লক্ষ্যে সঞ্চালিত করতে প্রয়াসী হবে। এক্ষেত্রে বেসরকারী এবং অলাভজনক সংগঠনের সহায়তায় সমষ্টির স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়।

(খ) জনস্বার্থকে চরিতার্থ করার লক্ষ্যে চট্‌জলদি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে নিরন্তন সংঘবদ্ধ প্রয়াস চালানো প্রয়োজন। প্রশাসনের উচিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমতা, ন্যায়বিচার ও সততাকে প্রাধান্য দেওয়া।

(গ) সমস্ত অংশের মানুষকে কর্মসূচী রূপায়নে সামিল করা প্রয়োজন। নাগরিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে উপযুক্ত নেতা তৈরিতে উদ্যোগ গ্রহণ এবং এই প্রক্রিয়াতে সরকারকে জনগণের মধ্যে পৌর দায়বদ্ধতা ও গরিমা সঞ্চালিত করতে হবে। এই পৌর শিক্ষাই সরকারকে সংবেদনশীল ও তৎপর হতে সাহায্য করবে।

(ঘ) জনস্বার্থ ব্যক্তি স্বার্থের সমষ্টি নয়, জনস্বার্থের উন্মেষ ঘটে পারস্পরিক আলোচনা ও অংশীদারি মূল্যবোধের ভিত্তিতে। সুতরাং সরকারী কর্মীরা গ্রহীতার চাহিদার নিরিখে নাগরিকদের সঙ্গে আমলাসুলভ আচরন না করে তাদের মধ্যে আস্থাবৃদ্ধি ও সহযোগীতার মনোভাব বিকাশে সচেষ্ট থাকবে। সরকারের জনপরিষেবা ব্যক্তিস্বার্থের স্বল্পমেয়াদী চাহিদাকে গুরুত্ব না দিয়ে সমষ্টির কল্যাণে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সরকারকে আরো বেশি নাগরিকমুখী করার ওপর জনপরিষেবার দৃষ্টিভঙ্গীতে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(ঙ) সরকারী কর্মীরা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বাজারের নিরিখে সম্পাদন না করে বিধিবদ্ধ আইন, সাংবিধানিক ধারা, সমষ্টির মূল্যবোধ, রাজনৈতিক আচরণ, বৃত্তিগত আচরণ ও মান এবং নাগরিক স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে থাকবে। নাগরিকদের স্বার্থ ও চাহিদা যেমন সরকারী আমলাদের প্রভাবিত করে তেমনই সরকারী আমলাদের আচরণ ও নাগরিকদের চাহিদাকে প্রভাবিত করে। সরকারী প্রশাসনের দায়িত্ব হল নাগরিকদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যস্থিত চাহিদা ও সম্পদের ব্যবধান সম্পর্কে অবহিত করা যাতে নাগরিকদের চাহিদা যুক্তিসম্মত ও বৈধ হয়।

(চ) এই দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিচালন এবং সংগঠনে নাগরিকদের প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিচালন ব্যবস্থায় গুণগত মান, প্রক্রিয়াগত উৎকর্ষতা এবং দক্ষতার মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব দিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কথা বলা হয় কিন্তু সবসময় এই যুক্তিসঙ্গত বিধি ইতিবাচক নাও হতে পারে। নয়া জনপরিষেবার তাত্ত্বিকেরা বলে থাকেন যে সংগঠনে প্রত্যেক কর্মীর স্বার্থ ও মূল্যবোধকে গুরুত্ব না দেওয়াটা সংগঠনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসারে সংগঠনের অভ্যন্তরে এবং বাইরে অংশীদারি নেতৃত্ব, সমন্বয় এবং ক্ষমতায়নের বিকাশ ঘটানো উচিত।

(ছ) নয়া জনপরিচালন ব্যবস্থায় সরকারী প্রশাসকদের উদ্যোগপতির ভূমিকা পালনের কথা বলা হয়। তাদের লক্ষ্য হল ক্রেতা সন্তুষ্টি এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। সংগঠনে ঝুঁকি নিয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহারই এই ধারার

লক্ষ্য। নয়া জন পরিষেবার দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে প্রশাসকরা সংগঠন ও কর্মসূচীর মালিক নয় কারণ সরকারের প্রকৃত মালিকানা নাগরিকদের হাতে ন্যস্ত থাকে। যেহেতু প্রশাসকরা সরকারী সম্পত্তির ও কর্মসূচীর মালিক নয় সেহেতু তারা নাগরিকদের পরিষেবা দানের ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবেন। নয়া পরিষেবায় সরকারী কর্মীরা শুধু মাত্র ক্ষমতার অংশীদার না হয়ে জনগণের মধ্যে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় দায়িত্বশীল সহযোগী হয়ে উঠবেন। নয়া পরিচালনগত দৃষ্টিতে সংগঠনের ঝুঁকি উদ্যোগপতিদের নিতে হয় কিন্তু নয়া জনপরিষেবার দৃষ্টিভঙ্গীতে ঝুঁকি ও সুযোগ চিহ্নিত হয় বৃহত্তর গণতান্ত্রিক নাগরিকতাকে মান্যতা দিয়ে এবং অংশীদারি দায়িত্বশীলতার নিরিখে।

নয়া জনপরিষেবার দৃষ্টিভঙ্গী গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়ে এবং নাগরিকদের অংশীদারি দায়িত্বশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে জনপ্রশাসনের সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গীর আমলাতন্ত্রিকতাকে নাকচ করে এবং নয়া জনপরিচালন ব্যবস্থার বাজার নির্ভর উদ্যোগের প্রয়াসকেও অস্বীকার করে। যদিও বিশ্বায়ন—উত্তর যুগে নয়া জনপরিচালন ব্যবস্থার দাপটে নয়া জনপরিষেবার দৃষ্টিভঙ্গীর স্বীকৃতি অনেকটাই ম্লান তথাপি নীতিমান নির্ভর এই দৃষ্টিভঙ্গী গণতান্ত্রিক পরিসরকে বিস্তৃত করে এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় মূল্যবোধ এবং অংশীদারি দায়িত্বশীলতাকে স্বীকৃতি দিয়ে জনপ্রশাসনে এক নতুন চর্চার স্বীকৃতি দিয়েছে।

জনপ্রশাসনে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ (Feminist Perspective in Public Administration) :

সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রশাসনেই সাধারণত লিঙ্গ নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হয়। তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত দিক থেকে প্রশাসন তার ক্রিয়াকলাপে লিঙ্গ নির্ধারক উপাদান কর্তৃক চালিত হয় না। প্রশাসনে অর্থনীতি ও দক্ষতাকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। সাম্প্রতিককালে নারীবাদী তাত্ত্বিকরা এই ধারণাকে শুধু ভ্রান্তই বলছেন না তাদের মতে এই কৌশলের মাধ্যমে জনপ্রশাসনে পুরুষদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নীতি রূপায়নে ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মহিলারা অবহেলিত হয়ে থাকে। এই উপেক্ষার প্রেক্ষিতে নারীবাদী তাত্ত্বিকরা প্রচলিত জনপ্রশাসনের যেমন সমালোচনা করতে থাকেন তেমনই নারীবাদকে গুরুত্ব দিয়ে জনপ্রশাসনের বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হন।

2004 সালে জানেট হাচিন্সন (Janet Huchinson) এবং হলি মান (Hollie Mann) একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেন যে এখনো পর্যন্ত জনপ্রশাসনে কোনো সুসংহত নারীবাদী তত্ত্ব নেই। এর মূল কারণ হল সচেতনভাবে প্রশাসনে মহিলাদের বর্জন। প্রশাসনে কর্তৃত্ব ও মর্যাদায় মহিলাদের অনুপস্থিতি জনপ্রশাসনে নারীবাদী তত্ত্বের অভাবের মূল কারণ। তাঁরা মনে করেন যে জনপ্রশাসনে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাধান্য দিয়ে তত্ত্ব ও প্রয়োগের অনুশীলন প্রয়োজন। হাচিনসন এবং মান মনে করেন যে জনপ্রশাসনের তাত্ত্বিকদের মূল তত্ত্বগুলির পুনরায় বিশ্লেষন করা প্রয়োজন। তাঁদের মতে মানবীয় জ্ঞানে মৌলিক পরিবর্তনের নিরিখে নারীবাদের আতসকাঁচে প্রশাসনিক ধারণা ও মূল্যবোধ বিশ্লেষিত হওয়া উচিত এবং মনে রাখা প্রয়োজন যে আমরা পুরুষশাসিত জগতে বাস করছি এবং জ্ঞানচর্চা ও পদ্ধতিগত বিশ্লেষণে পুরুষবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করব।

ভেইন স্টাইভারস (Vein Stivers)-ও মনে করেন যে আপাত নিরপেক্ষতার নামে জনপ্রশাসনে পুরুষরাই প্রাধান্য কায়েম করে থাকে। জনপ্রশাসনে নারীবাদী ধারণার প্রারম্ভিক পর্যায়ের অন্যতম তাত্ত্বিক হলেন মেরি পার্কার ফলেট